উৎসব ২০১৯ তৃতীয় বার্ষিক সংকলন

দমদম জংশন

উত্তরঔপনিবেশিকতাবাদ • নারীনিসর্গবাদ

ক্রোড়পত্র - অভিজিৎ সেন • স্বপন চক্রবর্তী

সম্পাদক : বৈদ্যনাথ মিশ্র

চার্লস বার্নস্টাইন ও তাঁর *Pataquericalism*

রুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

চার্লস বার্নস্টাইন। মার্কিন কাব্যজগতের এক অতি পরিচিত নাম। যাঁর সদ্য প্রকাশিত *Near/Miss* (শিকাগো ইউনিভার্সিটি, ২০১৮) কবিতার বইটি ২০১৯-এ আমেরিকার কাব্যজগতের সর্বোচ্চ পুরস্কার Bollingen Prize for American Poetry লাভ করেছে। কেন? আমার কথা থাক, বরং আসুন শোনা যাক পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলী Ange Mlinko, Claudia Rankine, এবং Evie Shockley কী বললেন : "Throughout his career Bernstein has facilitated a vibrant dialogue between lyric and anti-lyric tendencies in the poetic traditions we have inherited; in so doing, he has shaped and questioned, defined and dismantled ideas and assumptions in order to reveal poetry's widest and most profound capabilities."

এবারে এই বই থেকে একটা কবিতার কিছু অংশ পড়া যাক, যেখানে বার্নস্টাইনের ভিশনের প্রকৃত "Near Miss"— গুলো প্রকাশিত, কবিতার নাম— Catachreiss My Love

> The ordinary is never more than an extension of the extraordinary. The extraordinary is never more than an extension of the imaginary. The imaginary is never more than an extension of the possible. The possible is never more than an extension of the impossible. The impossible is never more than an extension of the ordinary. Every wish has two wings, one to move it into the world, the other to bury it deep within the heart.

র সংক্ষিপ্ত রূপ,

তো সেই কবিতার ট্রেকিং, যেখানে সাধারণ থেকে কাল্পনিক সম্ভাবনাগুলোর দিকে আমাদের যাত্রা, যা আবার আমাদের ফিরিয়ে দেয় সাধারণের দিকেই। এ যেন কবিতার নিজেরই অবিরাম রূপান্তর, যেখানে প্রতিটা কবিতাই এক সম্ভাব্য পৃথিবীর মডেল হয়ে ধরা দেয় সক্রিয় পাঠে। এই সম্ভাব্য পৃথিবীর কথা আমরা চিনি, জেনেছিলাম বাংলা কাব্যজগতের অতি পরিচিত নাম, বারীন ঘোষালের সম্ভাবনার কবিতায়—

> সমস্ত সম্ভাবনা বাস্তব। সংঘটিত যা কিছু অবাস্তব। এটাই কবির সত্য। অনেক কার্য, কারণ, পাত্র ও সময় সমন্বিত হলে একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে, এবং ঘটিত হবার

পর তা হয়ে যায় কংক্রিট ও অতীত। কিন্তু এই চারটি অঙ্গ সমন্বিত হবার অনাগত আগে অনেক সম্ভাবনা থেকে যায় যা ঘটেনি। সেই সম্ভাবনাগুলি বাস্তব, যা ঘটতে পারে, সেটাই ভবিষ্যৎ, আমরা তারই স্বপ্ন দেখি, কল্পনা করি। কবিতা সেই পথেই চলে ...অন্যতর সম্ভাবনাগুলো যাচাই করার সময় কবিতা হয়ে ওঠে বহুরৈখিক ...পাঠকের মনে তা আর একটি কবিতাই জারিত করতে চায়।

(অতিচেতনার কথা, ১৯৯৬)

এই সেই অভঙ্গুর সম্প্রসারণশীল অনুচেতনা, যাকে বারীন রাণু বলে ডাকতেন, যার ওপর ভর হয় কবির কেলাসন। বাস্তবিক অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় কাল্পনিক অভিজ্ঞতায়। কবি টের পায় সেই রূপান্তর। শুরু হয় তার চেতনা যাত্রা, পরতে পরতে বেড়ে ওঠা চেতনার মণ্ডলাকারে।

Near/Miss বইটি বার্নস্টাইনের Echopoetics (Ecopoetics-এর ঢঙে তৈরি শব্দ Echopoetics বার্নস্টাইনের কয়েনেজ) কাব্যতত্ত্বের চরম বিকাশ। তিনি নিজেরই পূর্ববর্তী কবিতার প্রতিধ্বনি করেছেন, যে কাব্যশৈলীর বীজ পুঁতেছিলেন তাঁর Pitch of Poetry নামের কাব্যতত্ত্বের বইটিতে,

> Echopoetics is the nonlinear resonance of one motif bouncing off another within an aesthetics of constellation. Even more, it's the sensation of allusion in the absence of allusion. In other words, the echo I'm after is a blank, a shadow of an absent source. (Pitch of Poetry, page-X)

এই 'black' বা শূন্যতার (nothingness) ভেতরেই লুকিয়ে আছে প্রথাগত কবিতার বিরুদ্ধে বার্নস্টাইনের চলনের মন্ত্র। ১৯৭০ সালে তখন উত্তর আমেরিকার প্রথাগত কবিতার বিপরীতে ল্যাঙ্গোয়েজ পোয়েট্রি আন্দোলন গড়ে তুলছে এক নতুন কাব্যিক জগৎ, পাঠবস্তুর সাবলীলতা ভেঙে দেবার, প্রচলিত পাঠাভ্যাসকে বাধা দেবার এক নতুন বাম মার্গ। ১৯৭৮ সালে চার্লস বার্নস্টাইন প্রকাশ করলেন *L=A=N=G=U=A=G=E* নামে এক পত্রিকা ক্রস এল্ডুস সহসম্পাদনায়। *L=A=N=G=U=A=G=E* প্রস্তাব দিল কবিতার প্রচলিত, বিধিবদ্ধ, ঘাঁচ গঠনের বিপরীতে উৎসারিত এক নতুন চলনের। বার্নস্টাইনের ভাষায়,

> *L=A=N=G=U=A=G=E* has to do with the rejection of certain traditionally accepted techniques for poem-making and an openness to alternative techniques, together with a distrust of the experimental as an end to itself —i.e., theatricalising the process of poem generation rather than making the poems. [My Way: Sppeches and poems, 1999]

বাংলাভাষাতেও এই "process of poem"-এর কথা বলা হয়েছিল ৭০ দশকে শুরু হওয়া নতুন কবিতা আন্দোলনে। বাংলাভাষাকে ভালোবেসে ভাষার শরীর থেকে পুরোনো প্রথার রূপ করিয়ে ফেলতে চেয়ে হাঁটছেন একদল কবি, স্বদেশ সেন, বারীন ঘোষাল, কমল চক্রবর্তী,

শঙ্কর চক্রবর্তী, স্বপন রায়, ধীমান চক্রবর্তী, প্রণব পাল, উমাপদ কর এবং তরুণ ও তরুণতর প্রজন্ম (নাম করে শেষ করা যাবে না নতুন কবিতার এই দলটির, তাই বেশিরভাগ নামই অনুচ্চারিত রয়ে গেল এই অল্প পরিসরে), যাঁরা গল্প, বর্ণনা, অলঙ্কার, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্ররূপ, নিটোল ইমেজারি সমস্ত প্রথাগত টেকনিক ভেঙে ফেলার আহ্বান জানিয়ে পূর্ববর্তীকে নস্যাৎ করার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু শুধুমাত্র ভাঙন আর বিনির্মাণের কোল পেতে দিলে দিগ্‌বালিকা নিশ্চিন্ত পা রাখেনা। ধূসর দিগন্তহীনতায় হাঁপ ধরে আসে। তাই নতুন কবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা বিনির্মিত টুকরোগুলো আদরে তুলে নিয়ে গাঁথেন নতুন বাক্যমালা। প্রতিদিনের চলতিপথের ঘাত অভিঘাত কুড়িয়ে কিছু স্পন্দন; কোনো এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ক্রিয়া ও বিক্রিয়া মুছে কিছু অনুরণন; সমস্তই কবি জড়ো করেন মাথার মধ্যে। জারিত হতে হতে বাস্তব মুহূর্ত হারাতে থাকে তার সত্য ও বাস্তবতা। অবিরাম জলযুক্তির মধ্যে দিয়ে আবিষ্কারের সম্ভাবনায় কবি বুঁদ হতে থাকেন। আর এই প্রসেস চলাকালীন কবি যে কল্পনার রাজ্যে ডানা মেলেন সেই অনুভবের শব্দসজ্জাই কবিতা। বার্নস্টাইনের *Pitch of Poetry* বইটিতে তাঁর এই "process of poem" নিয়ে বলেছেন, "I maintain a deep affection — perhaps it's nostalgia — for the realm of reason. A realm that goes beyond rationality but that is not irrational." মনে পড়ছে স্বদেশ সেনের সেই যুক্তির কথা, "এ পৃথিবীতে আমি যার সামনে হাত তুলে দাঁড়াই— সে এক সুন্দর যুক্তি— the best reasoning." সবচেয়ে সুন্দরতম যুক্তি ও বিচার। আমাদের সমস্ত নান্দনিক প্রয়াস আমাদের সমস্ত কবিতাও এক গঠন যার শরীরে কাঠামোয় লেগে থাকা সূত্রগুলো ঐ যুক্তি ও বিচারের জোড়া। কবি বার্নস্টাইন সেই যুক্তির কথা বলছেন যা অতিক্রম করে যায় বিচারবুদ্ধির জগৎ অথচ সে যুক্তিহীন নয়:

> যুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, জ্যাক স্পাইসার কথিত শ্রুতিলিখনও যার অন্তর্গত... এটা হঠাৎই শুরু হয়। যুক্তিসঙ্গত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না...নিশ্চিতভাবেই তা অঙ্গীভূত করে অচেতনতা, কিন্তু অচেতনতাও আমাদের মনের ও যুক্তির অংশবিশেষ। এক অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব সংযোগ ঘটে...একরকম শব্দ, ছন্দবদ্ধ ও সুরেলা রিমঝিম শুরু হয় অচেতন মনের সহাবস্থানে...কারণ আমি মনের সেই সচেতন অবস্থায় থাকি...এবং কাব্যভাবনার সেই জগৎকে বিস্তৃত করতে থাকি...আমার মাথার মধ্যে প্রবাহিত শব্দস্রোতকে আমি টোকা দিতে পারি একটা কাঠামো তৈরি করতে যা এই মৌখিক/সাংকেতিক/প্রতীকী/অলৌকিক স্রোতপ্রবাহের এক প্রণালী তৈরি করে। এখানে প্রণালী এক অনুরণনশীল শব্দ ...নদীর মতো এক প্রণালী ...বহিরাগত সংকেত গ্রহণের জমিও বটে। যখন তুমি কাঠামো তৈরি করো, তা এই প্রণালীকে তৈরি করে তোমার বোধকে প্রবাহিত করতে, এক মৌখিক স্রোত শব্দ দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে গ্রথিত করে অচেতন সংযোগ এবং সেইসঙ্গে বাহির থেকে বস্তুর মতো কিছু চালিত করে। এখন এই 'বাহির'-টা জ্যাক স্পাইসার যাকে মঙ্গল বলেছিলেন তা নয়, বরং আমাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক আবহপ্রবাহ

থেকে, এবং স্মৃতি ও আত্মা থেকে... আমার মনের শূন্যতায় সেই মুহূর্তে কি
ঘটে। পরোক্ষ উল্লেখ যেভাবে কাজ করে অনেকটা সেইরকম। কোনো গান বা
সাহিত্যের কোনো লাইন আমার মনের ভেতর ঢুকে আমার বোধের সঙ্গে তৈরি
এক সংযোগ : আমাকে এটা খুঁজতে হয় না, আপনিই আসে। প্রারম্ভিক সেই
উল্লেখ আমি পরিবর্তন করি, বিকৃত করি অথবা উল্টে দিই কিন্তু আমি বিশ্লেষণ
করতে পারি না সেই পরোক্ষ উল্লেখ প্রথমে কীভাবে ও কেন আমার মনে আসে।
আমি একে গ্রহণ করি, রূপান্তরিত করি তারপর চলে যাই স্থানান্তরে। সুররিয়ে
মৌলিক গুণ। তুম যা অনুমান করছ সেটাই ঠিক এমনটা না ভাবার লক্ষ্য,
তোমার সংযোগ কোথায় তোমায় নিয়ে যায়, যেখানে ভাষা পথপ্রদর্শন করে,
ছন্দকে সেই পথেই প্রবাহিত হতে দাও যা তোমাকে নিয়ে যায় দ্রুত ও বক্র
বক্র ও বেমানান চলনে এবং কখনও তোমাকে উলটে দেয় খাড়া ঢালে এবং
বয়ে যাওয়া...শুধু চলতে থাকো কী হয় তা দেখার জন্য ... কখনোসখনো আমি
পারি কোথায় যাচ্ছি এবং আমি থেমে যাই— অনেক হয়েছে দেখে আমি আ
শুরু করি। যখন আমি লিখি তখন আমি সম্পূর্ণ অবগত থাকি এই প্রসঙ্গে
যেখানে হাজির করে তার প্রতি আমার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। কারণ যখন
সম্পাদনা করি আমার চলা অব্যাহত থাকে।

(*Pitch of Poetry*, p.

এই কি সেই বারীনের অতিচেতনা (Expansive Consciousness)? আসুন, বরং দেখা
বারীন ঘোষাল কী বলছেন কবি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে,

> As long as the universe and components exists naturally, and human system is seen only as its reflection, one may be ready receive poetic sparks. Let me acronym SPARK as Spontaneous P Activated Resonation Kinetics...Poems are signals that are const occurring and dissolving in the brain. They need to be perceived a sensitive chance observer/thinker /reader/poet. First it tak feeling, then an abstract matching experience from one's mental gets dislodged and it emerges like a spark or a flash of light. All happens in those magic moments when one's mental capacit just conducive enough to receive the spark. This is what I germination. Once a single poem through a spark is able to germ one's mind, the poetry building process gets started. At this p the poem has occurred in the mind. All poets do that. They u get a secondary or a tertiary poem triggering in them while r or listening to another poet or from nature or an event, a pe experience etc. But the release of the primary poem awaits a triggering (by a self-motivating process). To avoid this del

> needed to expand my consciousness by breaking barriers and stepping out of that unknown darkness.... A whole poem can never be brought out since there is nothing like a complete poem. A poet is not copying or retracing anything, even if it may seem invisible at times. He is constructing a poem that matches the mood and exploration techniques his process has called for.

অন্য ভাষায় অন্য বলনে উৎসারিত হয়েছে বার্ণটাইনের গূঢ় অনুভূতিপ্রদেশ, যুক্তি অতিক্রান্ত এক যুক্তি, চেতনাকেন্দ্র থেকে তরঙ্গবলয়ে প্রসারিত হওয়ার এক আভাস, অচেনা অজানা অবস্থানের ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চেতনাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস— পৃথিবীর দুইপ্রান্তের দুই প্রবাদপ্রতীম কবির কাব্যতরঙ্গে আমাদের এই কাব্য উচ্ছ্বাস। জানি পাঠক, এ গদ্য বারীনকে নিয়ে নয়। তবু তিনি রয়ে যান আমাদের চলনে, বলনে। এই এক আশ্চর্য রসায়ন। তো ফিরে আসি চার্লস বার্ণটাইনে। শুধুমাত্র কবিতার কথা বললে বার্ণটাইনের পরিচিতি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তিনি অসাধারণ কাব্যতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবেও বিখ্যাত। ২০১৬ সালে শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বার্ণটাইনের কাব্যতত্ত্বের বই *Pitch of Poetry*-তে সংকলিত হয় তাঁর এক অসাধারণ কাব্যতত্ত্ব *The Pataquerical Imagination*. না, কোনো প্রচলিত ইজ্‌ম নয়, বার্ণটাইন বিশ্বাস করেন তাঁর নিজেরই প্রচলিত এক ব্যতিক্রমের কাব্যতত্ত্ব যার নাম দিয়েছেন *Pataquericalism*, যার অন্তর্প্রদেশে পাওয়া যাবে বারীনের সেই অতিচেতনার ভাবনাস্পর্শ। কবিতার প্রচলিত, বিধিবদ্ধ, স্বীকৃত গঠনের বিপরীতে উৎসারিত এক নতুন চলন, উৎকেন্দ্রিকতা, বিসদৃশ্যতা, স্বরভঙ্গির অপ্রত্যাশিত স্থানান্তর, অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যতা এবং অস্বাভাবিকতা— যে কবিতা এই অক্ষমতায় শুরু হয় তারই নাম দিয়েছেন *Pataquericalism*. এ এক সমন্বয়ী শব্দ যা প্রস্তাব দেয় অপার্থিবতা, বন্যতা এবং অনিশ্চিত অনুযোগের, যা তৈরি হয়েছে inquirY (জিজ্ঞাসা), QUERulousness (অনুযোগ) এবং PATAphysics[i] (ব্যতিক্রমের বিজ্ঞান, যেমন মেটাফিজিক্স বিমূর্ততার বিজ্ঞান) শব্দের সমন্বয়ে। এই তিন শব্দের (PATA + QUER + Y = Pataquery) নির্যাসে তৈরি নতুন শব্দ Pataquerics (বিশেষ্য), Pataquerical (বিশেষণ) যা এক ব্যতিক্রমের বিজ্ঞান যেখানে অবিরাম অনুযোগ নিরন্তর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত কাল্পনিক সমাধানে, যেখানে উঁকি দেয় প্রচলিত ধারা থেকে বাঁক নেওয়ার ইঙ্গিত। এই বইটির অন্তর্গত গদ্য The Pataquercial Imagination : Midrashic[ii] Antinomianism[iii] and Promise of Bent Studies-এর দুটি পরিচ্ছেদ অনুসৃজন করা হল এখানে।

১৪। Tarr & Fether

পো-এর "The System of Doctor Tarr and Professor Fether"[iv] (১৮৮৪) কাজটি বেন্ট স্টাডিজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি স্মরণ করেন "Midrashic Antinomianism"-এর বিকেন্দ্রিকরণের জন্য আমাদের গ্রুপের পূর্ববর্তী বৈঠকগুলো, তবে দেখতে পাবেন, পো-এর গল্পগুলো ঘটছে দক্ষিণ ফ্রান্সের "Mad-House"-এ, যদিও "Maison

de Sante" (স্বাস্থ্যনিবাস)-এর আক্ষরিক অনুবাদ পাগল বাড়ি নয় বরং উল্টো, স্বাস্থ্য পো-এর গল্প এই বৈপরীত্যের ওপর ভিত্তি করেই। গল্পের পাগলাগারদ আমূল এমন এক পদ্ধতির অনুশীলন করছে যা তার বাসিন্দাদের বিভ্রান্তিগুলোকে প্রশ্রয় দেয়, নয় বা বিরুদ্ধ প্রতিবাদও নয়। এই "উপশম" প্রক্রিয়া প্যাটাকুইরয়েড ইউটোপিয়ার যেখানে স্বাভাবিকতার কোনো মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়নি।

আগে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে (যদিও আপনি হয়ত তখন আলোচনাকক্ষে ছিলেন) : এটা বলতে চেয়েছিল যে পাগলাগারদে বিদ্রোহ ঘটেছিল। পাগলেরা বন্দি রক্ষীদের, যাদের উন্নতিবিধানের মাধ্যমে উদার আচরণ এক কট্টর কর্মীর হিংস্র প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, যা প্রতীকীভাবে মনুষ্যত্বহরণ/বহিষ্কৃতিকরণ-এর চিকিৎসা (আলকাতরা মাখানো অন্ধকারে) অন্ধকারাচ্ছন্ন ও (ডানাছাঁটা শৃঙ্খলে) শৃঙ্খলিত করার

পো-এর কথক পাগলাগারদে আসা এক সাদাসিধে পরিদর্শক যিনি বিভ্রান্ত হয়ে যখন পাগলেরা দাবি জানায় যে তারা সকলেই সুস্থমস্তিষ্ক এবং সেইজন্য তিনি রক্ষীদের কুত্তার মতো চিৎকার উপেক্ষা করতেন। কিন্তু পরিদর্শকটি কিছু "অদ্ভুত" খুঁজে যখন তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিমন্ত্রণকর্তাদের কপট প্রকৃতিস্থতার মধ্যে "কিছু আছে। যাই হোক, তিনি পুনরায় আশ্বস্ত হন এই জেনে যে বর্তমান দায়িত্বে যাঁরা আছেন এই প্রতিষ্ঠানের অবৈধ "সুপারিন্টটেনডেন্ট" মসিঁয়ে মেইলার্ড দ্বারা পাগল হয়নি। যে মেইলার্ড সেই প্রাক্তন সুপারিন্টটেনডেন্ট যিনি এই পাগলাগারদে কাজ করতে নিজেই পাগল হয়ে যান এবং এখন আবার সুপারিন্টটেনডেন্টের পদে পুনর্বহাল হয়েছেন তবে বিদ্রোহীদের একজন হিসেবে। মেইলার্ড হল চিরকালের সেইসব সুপারদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য যেকোনো কাজ করতে পারেন (প্রিয় পাঠক স্মরণ করবেন যে, পো লিখে ফ্রয়েডের কয়েক দশক পূর্বে, তবু মসিঁয়ে মেইলার্ডের চরিত্রটির সঙ্গে সুপার ইগোর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না)। মেইলার্ড কথককে জিজ্ঞেস করছেন, "কেন আপনি এরকম মনে করেন? আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমাদের অনেক কিছুই সঠিক নয়?— আমরা শালীন নই, আমি স্বীকার করি যে এই দক্ষিণে বেশিরভাগ মানুষই আমাদের মতো জীবন উপভোগ করে এবং তোমার জানা সেই সব জিনিস"। পো-এর এই সূত্রশেষে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা আমাদের তাই বিশ্বাস করানো হয়।

পো-এর কথক প্রতিবিপ্লবের সময়ে খাওয়ার ঘরের বর্ণনা দিচ্ছেন, "আমার পুরোনো বন্ধু ম্যাডাম জয়িউসের জন্য, সেই বেচারি ভদ্রমহিলার জন্য, আমি সত্যিই কাঁদতে পারি যিনি কি ভয়ঙ্করভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যা করেছিলেন তা হল ফায়ারপ্লেসের ধারে এককোণে দাঁড়িয়ে উঁচুগলায় একটানা গাইছিলেন 'Cock-a-doodle-de-doooooo!'

যারা বাহ্যত রক্ষী তারা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় এবং তাদের উপশম পদ্ধতিতে ফিরে যায় কিন্তু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যায়, যা বলে ফ্রান্সে কিছুর পচন ধরেছে।

কেবলমাত্র ফরাসি বিপ্লব বা পুঁজিবাদের পরিণতি হিসেবে নয়)। কথক বর্ণনা করতে থাকেন, "মারামারি, পদাঘাত, আঁচড়াআঁচড়ি, আর্তনাদ" শুরু হয় প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে, যারা তালেগোলে এই হাঙ্গামায় যুক্ত হয় এবং সফলভাবে দখলদারিদের উৎখাত করে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে : তারা এক নিখুঁত সেনাবাহিনী যাদের আমার মনে হল "Cape of Good Hope"-এর শিম্পাঞ্জি, ওরাঙওটাঙ, বা বড় কালো বেবুনের দল! তালেগোলে উপসংহারে আসার আগে দয়া করে মনে রাখবেন, এই গল্পে যারা বাহ্যত পাগল তাদের অনেকেই নিজেদের মনুষ্যেতর প্রাণী, ব্যাঙ, বাঁদর, গৃহপালিত মোরগ মনে করত। সুপারিন্টটেন্ডেন্ট মেইলার্ডের কাছে এটা জিজ্ঞেস করা সমীচীন হবে, "হাঁস কেন?"। তাঁর দুমুখি চরিত্রের জন্য : উর্ধতন ঘুরে দাঁড়ায় অধস্তন ঘুরে দাঁড়ায় অধস্তন খেলছে উর্ধতন— প্রসঙ্গে ফেরে। পো আবিষ্কার করেন উইটজেনস্টেইন-এর "হাঁস/খরগোশ", (duck/rabbit" avant la letter)" সংজ্ঞায়িত হবার আগেই।

গল্পের মাঝখানেই পো তাঁর নৈতিক উপদেশ জ্ঞাপন করেন, প্রকৃতপক্ষে পাগল মানুষদের থেকে সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ হল সে তার পাগলামিকে লুকিয়ে রাখতে পারে : "যদি তার কোনো প্রকল্প থাকে তবে এক বিস্ময়কর প্রজ্ঞা দিয়ে সে তার পরিকল্পনা লুকিয়ে রাখতে পারে; সেই চাতুর্য যা দিয়ে সে তার প্রকৃতিস্থতাকে নকল করে তা অধিবিদ্যাবিদদের কাছে মনোবিদ্যা গবেষণার এক বিশেষ সমস্যা। যখন একজন পাগল সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ দেখায় তখনই তাকে Straight [Sic] jacket পরানোর প্রকৃত সময়।

এই অ-লোভনীয় মুখের ওপর "Dr. Tarr and Prof. Fether" হল অগ্রগতির প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক ও পুরাণাশ্রিত কাব্যতত্ত্বের হেগেলিয়ান প্যারডি। "Dr. Tarr and Prof. Fether"-এর গাঢ় সত্যটি হল এটা ফুকোডিয়ান নয় যে পাগল ও প্রকৃতিস্থরাই কেবলমাত্র অপরিহার্য শ্রেণিবিভাগ নয়, তুমি যদি প্রকৃতিস্থ নামক শ্রেণিটার দর বাড়াতে চাও তবে পাগল নামক শ্রেণিটাকে বলির পাঁঠা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই যে পরজীবী সম্পর্কই বেন্ট স্টাডিজের মূল ভিত্তি। পো-এর রহস্যময় উল্লাস হল যে পাগলরাই যুক্তিগ্রাহ্য আদেশ, স্বাভাবিকতা, যৌক্তিক কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসাগত সমবেদনার নিখুঁত মূকাভিনেতা। তারা আমাদের বোঝাতে পেরেছে যে তারা পাগলদের বিদ্রোহ দমন করে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। আমাদের বিক্ষোভ— আমরা মিথ্যাভাবে পাগল নামে চিহ্নিত— মেনে নিয়েছি কিন্তু প্রতিদানে নীরব হয়েছি। এটাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি। আমাদের রক্ষীরা তাদের straight jacket পরিধান করেছে, পরিবর্তে আমাদের করে তুলেছে "অদ্ভুত"। (তারই মধ্যে আমরা "জীবন উপভোগ করি" এবং "খেয়ালখুশি চলি") আমাদের সমাজ আদিম শিকারজীবীদের "নিখুঁত সেনাবাহিনীর" হাতে, এটা কোনো মস্তিষ্কবিকৃতি নয়, রূপকও নয়।

হুইটম্যান তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটাতে বলেছিলেন, অবশ্য তাঁর কল্পলোকের

বাসিন্দারা অনেকেই জানেন এটা কীভাবে কাজ করে :

সামনে যে দাঁড়িয়ে তাকে পিছনে যেতে দাও এবং পিছনে যে আছে তাকে সাম
এগোতে দাও এবং বলতে দাও;
হত্যাকারী, চোর, ধর্মান্ধ, বোকা, নোংরা বন্দিদের নতুন প্রস্তাবনা দিতে দাও।
মুখ ও তত্ত্বগুলোকে নিজেদের উন্মুক্ত করতে দাও! মানেগুলোকে স্বাধীনভা
অপরাধী হতে দাও, সেই সঙ্গে পরিণামও।
মার্কিন তত্ত্বকে ম্যানেজমেন্ট, জাত, তুলনা হতে দাও! (বলুন! আপনার অন্য
তত্ত্ব?)
স্বাধীনতাকে প্রমাণ করতে দাও কোনো মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার নেই। য
নিপীড়ন করতে পারে তাদের সকলকেই আশ মিটিয়ে নিপীড়ন করতে দাও।[v]
"Cock-a-doodle-de-doooooh!"
১৫। ঠিক এর পিছনেই আর একটা ট্রেন।

কবি পরিচিতি :

বার্লিনে চার্লস বার্ন্সটাইন, ২০১৮ ছবি: সৌজন্যে Dirk Skiba কবি, প্রাবন্ধিক, কাব্যিক তাত্ত্বিক ও গবেষক চার্লস বার্ন্সটাইন ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকার ম্যানহাটান শহরে। তিনি বড় হয়ে ওঠেন ম্যানহাটনের আপার ওয়েস্ট সাইড অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ এক ইহুদি পরিবারে। তিনি পড়াশোনা করেন ব্রঙ্কস্ হাই স্কুল অফ সায়েন্স থেকে। এখানেই চিত্রশিল্পী সুসান বী [লাউফার]-এর সঙ্গে পরিচিত হন যাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর বিবাহ হয়। সন্তান, এমা (১৯৮৫-২০০৮) আর ফেলিক্স (জন্ম ১৯৯২ সালে)। হার্ভার্ড কলেজে (১৯৬৮-১৯৭২) পড়ার সময় বার্ন্সটাইন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বেশ কিছু পরীক্ষামূলক থিয়েটারের কাজ পরিচালনা করেন এবং একজন শিল্পী হিসেবে তাঁর প্রথম ছোট প্রেস পত্রিকাটি শুরু করেন। ওয়েস্ট কোস্টে কয়েকবছর কাটানোর পর বার্ন্সটাইন ১৯৭৫ সালে আপার ওয়েস্ট সাইডে ফিরে আসেন এবং সেখানে বসবাস করেন ২০১৩ সাল পর্যন্ত। তারপর থেকে তিনি ব্রুকলিনের ক্যারল গার্ডেনের বাসিন্দা। নিউইয়র্কে বার্ন্সটাইন যুক্ত হয়ে পড়েন প্রতিষ্ঠান বিরোধী কবিদের বৃত্তে, যাঁরা প্রথাগত অভিব্যক্তির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং ঐতিহাসিক ও মতাদর্শগত প্রকল্পে কাব্যশৈলীর সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সমভাবাপন্ন ছিলেন। ব্রুস এন্ড্রুস ও বার্ন্সটাইন ১৯৭৮ সালে *L=A=N=G=U=A=G=E* পত্রিকার প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯৭০ ও ১৯৮০ সালে বার্ন্সটাইন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখক ও এডিটার হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯০ সালে স্নাতক ডিগ্রি ছাড়াই বাফেলো স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের ডেভিড গ্রে পদে বার্ন্সটাইনকে নিযুক্ত করা হয় যেখানে তিনি পোয়েটিক্স প্রোগ্রামের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং পরে তাঁকে সানি ডিস্টিংগুইস্ট প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৯৫ সালে তিনি Loss Pequeño Glazier-এর সঙ্গে যুক্ত

ইলেকট্রিক পোয়েট্রি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৩ সালে তিনি পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যে ডোনাল্ড টি রেগান প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি অল ফিলরেইসের সঙ্গে পেনসাউন্ড-এর সহপ্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৬ সালে তিনি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস এন্ড সায়েন্সের ফেলো পদে নিযুক্ত হন। ২০১৫ সালে Janus Pannonius Grand Prize for Poetry এবং the Muenster International Poetry Prize লাভ করেন। *Pitch of Poetry* (শিকাগো ইউনিভার্সিটি, ২০১৬) এবং *Recalculating* (শিকাগো, ২০১৩) বার্ন্সটাইনের[viii] বিখ্যাত বইগুলোর অন্যতম। ২০১০ সালে Farrar, Straus & Giroux থেকে তাঁর *All the Whiskey in Heaven* কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। Near/Miss (শিকাগো ইউনিভার্সিটি, ২০১৮) কবিতার বইটি ২০১৯-এ Bollingen Prize for American Poetry লাভ করেছে।

i. pataphysics শব্দটি ফ্রান্সের প্রোটোমর্ডানিস্ট আলফ্রেড জেরির শব্দ

ii. Midrashic—In Judaism, the *midrash* is the genre of rabbinic literature which contains early interpretations and commentaries on the Written Torah and Oral Torah (spoken law and sermons) as well as non-legalistic rabbinic literature and oocasionally the Jewish religious laws. The purpose of midrash was to resolve problems in the interpretation of difficult passages of the text of the Hebrew Bible.

iii. Antinomianism --- In Christianity, an antinomian is one who takes the principle of salvation by faith and divine grace to the point of asserting that the saved are not bound to follow the moral law contained in the Ten Commandments.

iv. Quotations from the 1844 manuscript : www.eapoe.org/works\info\pt053.htm

v. "Cock a doodle doo" is a popular English language nursery rhyme. Lyrics : Cock a doodle do! / My dame will dance with you, / While master fiddles his fiddling stick, / And knows not what to do

vi. The figure was first published in Filegende Blatter, October 23, 1892, 147) and formed the basis for Joseph Jastrow's 1899 study, which in turn became the basis for Wittgenstein's discussion of the ambiguous ("or reversible, or bistable") figure in Philosophical Investigations. Sea John F. Kihlstrom, "Joseph Jastrow and His Duck —or Is It as Rabbit?"" (2004), socrates.berkeley.edu/~kihlstrm/JastrowDuck.htm.

vii. Whitman, "Respondez!" : 1867 version of "Poem of the Propositions of Nakedness" in the 1856 Leaves of Grass, www.whitmanarchive.org/publish/LG/poems/126. See Vaclav Paris's essay on this poem in Arizona Quarterly Review 69, no. 3 (Autumn 2013).

viii. writing.upenn.edu/authors/bernstein.